জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫

সাগর নদী সকল জলে মাছ চাষে সোনা ফলে

২৯ জুলাই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ / ১৪ শ্রাবণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১৪ শ্রাবণ ১৪২২
২৯ জুলাই ২০১৫

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষি, ব্যবসায়ী, মৎস্য বিজ্ঞানীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানসহ রপ্তানি আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ আসে এখাত থেকে। সরকার মৎস্য খাতের উন্নয়নে মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণসহ উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম, মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ ও মৎস্য গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। ফলে মাছের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিককালে সমুদ্র বিজয়ের ফলে 'ব্লু-ইকোনমি'র বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। দেশের সমৃদ্ধির জন্য এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে দক্ষ জনবল ও লাগসই প্রযুক্তি নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় ও অন্যান্য বদ্ধ জলাশয়ে পরিকল্পিত মাছচাষের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ স্থান অর্জন করেছে। মৎস্যখাতের উন্নয়নে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে আমি মনে করি। অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্য খাতের উন্নয়নে যে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে তা কাজে লাগাতে পারলে ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্য-আয়ের দেশে রূপান্তরে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। দেশের সমৃদ্ধি প্রচেষ্টার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবারের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য 'সাগর নদী সকল জলে, মাছ চাষে সোনা ফলে' খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

আমি 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫' এর সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

১৪ শ্রাবণ ১৪২২
২৯ জুলাই ২০১৫

বাণী

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ আরও মজবুত ও স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও ২৮ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত 'সাগর নদী সকল জলে, মাছ চাষে সোনা ফলে' কে প্রতিপাদ্য করে দেশব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫ উদযাপিত হচ্ছে।

জনগণের প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সারাদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক দক্ষ মৎস্য চাষি সৃষ্টি করার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে মৎস্য সেক্টর কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্যখাতে আইসিটি'র ব্যবহার সম্প্রসারণ, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সার্ভেল্যান্স সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর বর্তমান সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা 'ভিশন-২০২১, বাংলাদেশঃ সমৃদ্ধ আগামী'-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

মৎস্য সেক্টর সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ৮ শতাংশ নারী। বর্তমানে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই নারী। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নে মৎস্য সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমান সরকারের আমলে দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিস্পত্তি সম্ভব হয়েছে। সমুদ্র বিজয়ের এ সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আমাদের সম্ভাবনাময় সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই আহরণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

সম্ভাবনাময় মৎস্য খাতের কাঙ্খিত উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫ এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এমপি

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাত

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় ও অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে (এফএও, ২০১৪)। দেশের মোট জিডিপি'র ৩.৬৯ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২২.৬০ শতাংশ) মৎস্যখাতের অবদান (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪)। দেশের রপ্তানি আয়ের ২ শতাংশের অধিক আসে মৎস্যখাত হতে। আমাদের খাদ্যে প্রাপ্ত প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে।

মৎস্যখাতে অর্জিত সাফল্য ও উন্নয়ন সম্ভাবনা

১. মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থানঃ সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা এবং চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক কারিগরি পরিষেবা প্রদানের ফলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৩৫.৪৮ লক্ষ মে.টন। মৎস্যখাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে ১৪ লক্ষের বেশি নারীসহ প্রায় ১ কোটি ৭৮ লক্ষ লোক তাঁদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে।

২. বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ নিবিড়করণঃ মৎস্য অধিদপ্তরের লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর ও চাহিদাভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যেই রুইজাতীয় মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাঙ্গাস, কৈ, শিং, মাগুর ও তেলাপিয়া মাছের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। মৎস্য বান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে দেশের ৩.৭১ লক্ষ হেক্টর পুকুর-দিঘিতে বার্ষিক হেক্টর প্রতি গড় মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৪.১ মে.টনে উন্নীত হয়েছে।

৩. পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণঃ চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি মৎস্যপণ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি খামারে উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, ঘেরের গভীরতা বৃদ্ধি ও পিএল নার্সিংয়ের মাধ্যমে ঘেরে জুভেনাইল মজুদের বিষয়ে চাষি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে ২০১৪ সালে প্রথমবারের মত আমেরিকার হাওয়াই থেকে এসপিএফ বা রোগমুক্ত বাগদা চিংড়ি আমদানির মাধ্যমে পিএল উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ২০ লক্ষ এসপিএফ বাগদা চিংড়ি পিএল-১৫ উৎপাদন করে চাষির খামারে বিতরণ করা হয়েছে।

৪. জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়নঃ দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল হচ্ছে জাটকা সংরক্ষণ ও মা ইলিশ রক্ষা। প্রতি বছর আট মাস (১ নভেম্বর- ৩০ জুন) জাটকা এবং মা ইলিশ প্রজনন মৌসুমে আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার দিনসহ আগে ও পরের মোট ১৫ দিন উপকূলীয় এলাকাসহ দেশব্যাপী জাটকা ও ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই জাটকা ও ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ২০১৪-১৫ সালে ২,২৪,১০২টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মোট ৩৫,৮৫৬ মে.টন চাল প্রদান করা হয়েছে। এ সব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ইলিশ উৎপাদিত হয়েছে ৩.৮৫ লক্ষ মে.টন, যার বর্তমান বাজার মূল্য ১৭ হাজার কোটি টাকার বেশি।

৫. পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম ও বিল নার্সারি স্থাপনঃ নানাবিধ কারণে মুক্ত জলাশয়ের ক্রমহ্রাসমান মাছের প্রাচুর্য সমৃদ্ধকরণ ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি ও বিল নার্সারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত ছয় বছরে মোট পোনামাছ অবমুক্তির পরিমাণ প্রায় ৪ হাজার মে.টন। পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রমের ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৪১ হাজার মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় দেশব্যাপী প্রায় ৯৪১ মে.টন পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। বিগত ৬ বছরে রাজস্ব বাজেটে মোট ৮৫৩টি বিল নার্সারি এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় দেশব্যাপী ৭৮০টি বিল নার্সারি স্থাপিত হয়েছে। এ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে বার্ষিক প্রায় ২ হাজার মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে।

৬. সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনঃ বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন, বংশবৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল। ২০১৪-১৫ সালে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩৯টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত অভয়াশ্রমসমূহ স্থানীয় সুফলভোগী কর্তৃক সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এ সব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি যথা- চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংরা, মেনি, রাণী, সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলী, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের তাৎপর্যপূর্ণ পুনরাবির্ভাব ঘটেছে এবং প্রাপ্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রমে দেশি কৈ, শিং, মাগুর, পাবদা ইত্যাদির পোনা ছাড়ার ফলে এসব মাছের প্রাচুর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. মাছের আবাসস্থল উন্নয়নঃ জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে উন্নয়ন করে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিগত ৬ বছরে ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ২১০০ হেক্টর অবক্ষয়িত জলাশয় পুনঃখনন করে সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৪-১৫ সালে ৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ২৮০ হেক্টর জলাশয় পুনঃখনন ও সংস্কার করা হয়েছে।

৮. প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণঃ বাংলাদেশের রুই-কাতলা জাতীয় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় ২০১০ সালে হালদা-কর্ণফুলীর সংযোগস্থল সংলগ্ন এলাকার প্রায় ৪০ কিমি মাছের অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১১ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে হালদা নদী থেকে মোট ৩ হাজার ৪২ কেজি কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধ মানের রেণু সংগ্রহ করা হয়।

৯. জেলেদের পরিচয়পত্র প্রদানঃ প্রকৃত জেলেদের শনাক্ত করে নিবন্ধিকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন একটি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ কার্যক্রমের ফলে প্রকৃত জেলেদের জলমহাল ব্যবস্থাপনায় অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সরকারি প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান সহজতর হবে। দেশব্যাপী প্রায় ২০ লক্ষ জেলের মধ্যে ২০১৪-১৫ সালে প্রায় ১৪ লক্ষ জেলের নিবন্ধন, ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার জেলের ডাটাবেইজ তৈরী এবং ৮ লক্ষ ৩০ হাজার জেলের পরিচয়পত্র প্রস্তুত ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। বিগত ২০১২-১৩ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত ২৪৭টি জেলে পরিবারকে মোট ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

সৈয়দ আরিফ আজাদ
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

১০. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিমি এলাকায় মৎস্য আহরণে আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ নির্ণয় করে সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণের নিমিত্ত পেলাজিক, ডিমারসেল ও ল্যান্ডবেইজড জরিপ পরিচালনা করার লক্ষ্যে 'আর ভি মীন সন্ধানী' নামে একটি গবেষণা ও জরিপ জাহাজের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যা বর্তমানে সরবরাহের অপেক্ষায় আছে। Blue Growth Economy নামে অভিহিত সমুদ্র অর্থনীতিতে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ Pilot Country হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের নির্দেশনা অনুযায়ী Long liner প্রকৃতির ফিসিং ট্রলার সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১১. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি এবং স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সরবরাহঃ আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবে মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত এ ৩টি মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাক্রিডিটেশন সনদ অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছে। চিংড়ি সেক্টরে ট্রেসিবিলিটি সিস্টেম কার্যকর করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যেই প্রায় ২ লক্ষ ৭ হাজার চিংড়ি খামার ও ৯,৬২৪টি বাণিজ্যিক ফিন ফিস (প্রধানত পাঙ্গাস, কৈ, তেলাপিয়া ও শিং-মাগুর)-এর খামার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। সম্প্রতি মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ই-ট্রেসেবিলিটি পাইলটিং করা হচ্ছে। বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৮৩ হাজার ৫২৪ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশ আয় করেছে ৪ হাজার ৬৬০ কোটি টাকা।

বিগত ২০-৩০ এপ্রিল ২০১৫ সময়কালে EU-FVO Audit Team ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানির ক্ষেত্রে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের Official Control System এবং Residues & Contaminants Control System-এর ওপর অডিট পরিচালনা করে। অডিট টিম প্রদত্ত প্রতিবেদনে বাংলাদেশে Official Control System বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে, যা মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের স্বীকৃতি হিসেবেই প্রতীয়মান হয়।

অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সংরক্ষণ এবং বিপণনের বিষয়েও সরকার বিশেষভাবে সচেষ্ট রয়েছে। বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ৮০টি ফরমালিন ডিটেকটিং ডিজিটাল কিট বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতি জেলায় একটি করে ফরমালিনমুক্ত বাজার ঘোষণার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

১২. মানব সম্পদ উন্নয়নঃ মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার সুফলভোগীকে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারের রূপকল্প, ২০২১-এর অর্জিতব্য লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তরে বিদ্যমান মোট ৪,৮৪৬টি রাজস্বখাতের পদের সাথে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত অতিরিক্ত আরও ২,৪৫৭টি পদের মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় সর্বমোট ৯২৬টি পদের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেছে। সৃজিত পদসমূহ মৎস্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত হওয়ায় মোট পদসংখ্যা বর্তমানে ৫৭৮৬-তে উন্নীত হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত অবশিষ্ট ১,৫৩১টি পদ এবং অতিরিক্ত আরও ৬০০ ক্ষেত্র সহকারীর পদ সৃজনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় অতি সম্প্রতি ১৯২ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়েছেন। সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রাপ্ত হয়েছেন যথাক্রমে ২৪ ও ৩ জন কর্মকর্তা। এছাড়া ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১৪ জন কর্মচারীকে টাইমস্কেল ও ৩৬ জনকে পদোন্নতি, ১৫ জনকে নিয়মিতকরণ ও ৩২ জনকে স্থায়ীকরণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় চাঁদপুরস্থ মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্স চালু করা হয়েছে। গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় আরও ৩টি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, খুলনা, কুষ্টিয়া, বরিশাল, ময়মনসিংহ, সিলেট, দিনাজপুর, রংপুর ও কুমিল্লা জেলায় আরও ৯টি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করার কার্যক্রম সরকারের বিবেচনায় রয়েছে।

১৩. তথ্যপ্রযুক্তি সেবা প্রদানঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মহাসড়কে গ্রামীণ মৎস্যচাষি, জেলে ও মৎস্যজীবীদের সম্পৃক্তকরণ বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এলক্ষ্যে দেশব্যাপী জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের নিমিত্ত ডাটাবেইজ তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.fisheries.gov.bd) একটি ডাইনামিক ও রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট। স্বল্প পরিসরে কার পার্কিং-এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ইতোমধ্যেই আধুনিক প্রযুক্তির বহুতল বিশিষ্ট ডিজিটাল কার পার্কিং স্থাপন করা হয়েছে। মৎস্য ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের অংশ হিসেবে পুরো মৎস্য ভবনকে সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

১৪. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিঃ মৎস্যসম্পদের কাঙ্খিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১,৪৭৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও সদয় নির্দেশনায় বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে মৎস্য বিষয়ক সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত ৩,০০০ ইউনিয়নে একজন করে লিফ (LEAF) এবং প্রতি ৬টি ইউনিয়নের জন্য একজন করে ক্ষেত্র সহকারী নিয়োগ করা হবে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের জন্য পুষ্টিমানসম্পন্ন সুষম খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যথাযথ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলজ পরিবেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আগামী ২০২০-২১ সাল নাগাদ দেশের মৎস্য উৎপাদন ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হবে বলে আমরা দৃঢ় আশাবাদী। মাছ ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজসম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে মৎস্যখাত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ শ্রাবণ ১৪২২
২৯ জুলাই ২০১৫

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের এবারের প্রতিপাদ্য "সাগর নদী সকল জলে, মাছ চাষে সোনা ফলে" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবীসহ মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় মাছ আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির একটি অংশ। আমাদের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে মৎস্যখাত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের ১১ শতাংশের বেশি মানুষের জীবন-জীবিকা মৎস্যখাতের উপর নির্ভরশীল। জিডিপিতে মৎস্যসম্পদের অবদান ৩.৬৯ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপিতে প্রায় ২২.৬০ শতাংশ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকারে এসেছে তখনই মৎস্যখাতের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। আমরা মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী ও সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রায় ৮৩ হাজার ৫২৪ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশ আয় করেছে ৪ হাজার ৬৬০ কোটি টাকা।

প্রাকৃতিক জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ বান্ধব ও উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৩৫ লাখ ৪৮ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তির মাধ্যমে আমরা গভীর সমুদ্রে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার মালিকানা অর